পরিস্থিতি-৫: আপনি মূল মূল্য ৩০০ টাকার সাথে ১০% সার্ভিস চার্জ যোগ করে তার ওপর ১০% ছাড় দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আপনার মোট প্রাপ্তি হবে ২৯৭ টাকা এবং মূসকের পরিমাণ হবে: ২৯৭ × কর-ভগ্নাংশ = ২৯৭ × ১৫/১১৫ = ৩৮.৭৪ টাকা।

- মূল্য ছাড় (Discount) সারা বছর ধরেই দেয়া যাবে
- মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে আপনি আপনার ব্যবসায়ের নীতি অনুসরণ করবেন। সেক্ষেত্রে মূসক হিসাবের ভিত্তি মূল্য হবে বিনিময় মূল্যের সাথে মূল্য-হ্রাসের (Discount) পরিমাণ বিয়োগ করে
- ব্যাংকিং সেবা, বীমা সেবা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেটসহ সকল করযোগ্য পণ্য, সেবা বা স্থাবর সম্পত্তির সরবরাহের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। এ লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও মূল্য তালিকা সংশোধন করতে হবে
- হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত লেজার বা সফটওয়্যারে বর্ণিত বিধান না থেকে থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL5, BL3

বি.দ্র. BO = BOOK, BL = BOOKLET, FL = FLYER

হালনাগাদকরণ: ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

"মূসক দিব জনে জনে
অংশ নিব উন্নয়নে"

ভ্যাট সম্পর্কে জানতে ফোন করুন
১৬৫৫৫

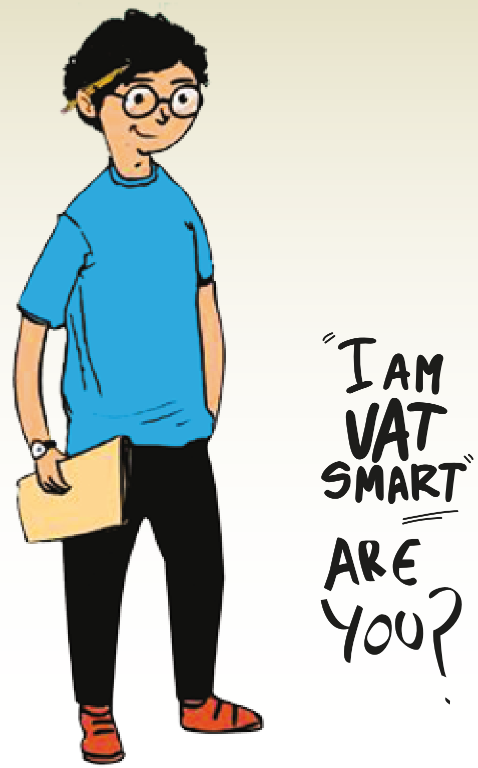

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৬

VAT Smart হতে ভিজিট করুন
www.nbr.gov.bd
www.nbrelearning.gov.bd
facebook.com/VATOnlineBD

জনকল্যাণে রাজস্ব

FL6

নতুন মূসক ব্যবস্থায় মূল্য নিরূপণ

VAT Online

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মূল্য নির্ধারণ

- আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস অ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী মূল্য নির্ধারিত হবে
- সরবরাহের ক্ষেত্রে সকল বিক্রয় মূল্য হবে মূসকসহ (VAT Inclusive)
- প্রকৃত সরবরাহ মূল্যই হবে মূসক হিসাবের ভিত্তি
- ১৯৯১ সালের আইনের মতো মূল্য ঘোষণা, ট্যারিফ মূল্য বা সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের বিধান নেই
- করদাতার প্রদর্শিত মূল্য কম বলে প্রতীয়মান হলে ন্যায্য বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রকৃত মূল্য নিরূপণপূর্বক করের হিসাব সম্পন্ন হবে
- সেবা মাশুল (Service Charge) ও মূল্য-হ্রাস (Discount) হিসাবভুক্ত করে মূসকসহ মূল্য নির্ধারিত হবে।

আমদানির ক্ষেত্রে মূসকযোগ্য মূল্য

- আমদানিকারক যে মূল্যে আমদানি করবেন তার সাথে আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক এবং অন্যান্য কর (মূসক এবং আগাম আয়কর ব্যতীত) যোগ করে মূসকযোগ্য মূল্য নির্ধারিত হয়
    - সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য = শুল্কায়নযোগ্য মূল্য + আমদানি শুল্ক + রেগুলেটরি ডিউটি + অন্যান্য শুল্ক।
    - মূসক আরোপযোগ্য মূল্য = সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য মূল্য + সম্পূরক শুল্ক।
    - আগাম কর আরোপযোগ্য মূল্য = শুল্কায়নযোগ্য মূল্য।

উদাহরণ ১: ধরা যাক, কোনো পণ্যের আমদানির ওপর ২৫% আমদানি শুল্ক (CD), ৩% রেগুলেটরি ডিউটি (RD), ২০% সম্পূরক শুল্ক (SD), ১৫% মূসক (VAT), ৩% আগাম কর (AT), ৫% আগাম আয়কর (AIT) আরোপ রয়েছে। আমদানি পর্যায়ে পণ্যচালানটির শুল্কায়নযোগ্য মূল্য (AV) ৫০০০০.০০ টাকা। আমদানি পর্যায়ে কোন করের জন্য ভিত্তিমূল্য এবং প্রযোজ্য শুল্ক-করের পরিমাণ নিরূপণ করা যাক।

সমাধান

কর	ভিত্তিমূল্যের সূত্র	ভিত্তিমূল্য	হার	শুল্ক-কর	
আমদানি শুল্ক	AV	৫০,০০০.০০	২৫%	১২,৫০০.০০	
রেগুলেটরি ডিউটি	AV	৫০,০০০.০০	৩%	১,৫০০.০০	
সম্পূরক শুল্ক	AV+CD+RD	৬৪,০০০.০০	২০%	১২,৮০০.০০	
মূসক	AV+CD+SD+RD	৭৬,৮০০.০০	১৫%	১১,৫২০.০০	
আগাম কর	AV	৫০,০০০.০০	৩%	১,৫০০.০০	
আগাম আয়কর	AV	৫০,০০০.০০	৫%	২,৫০০.০০	
			মোট শুল্ক-কর	৪২,৩২০.০০	

সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসকযোগ্য মূল্য

- সরবরাহ/ বিনিময় মূল্য হবে মূসক হিসাবের জন্য ভিত্তি মূল্য, অর্থাৎ সরবরাহের বিপরীতে আপনি প্রকৃত যে মূল্য পাবেন তাই মূসক হিসাবের জন্য ভিত্তি মূল্য
- সকল মূল্য হবে মূসকসহ (VAT Inclusive)
- কর-ভগ্নাংশ দিয়ে গুণন করে মূসকের পরিমাণ নিরূপণ করতে হবে

উদাহরণ ২: ধরুন আপনি একজন রেস্তোঁরা ব্যবসায়ী। একবাটি স্যুপর স্বাভাবিক দাম ৩০০ টাকা। এ স্যুপ বিক্রির ক্ষেত্রে অনেকগুলো পরিস্থিতি হতে পারে, যথা:

পরিস্থিতি-১: আপনি স্বাভাবিক মূল্য অর্থাৎ ৩০০ টাকাতেই বিক্রি করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে মূসকের পরিমাণ হবে: ৩০০ × কর-ভগ্নাংশ = ৩০০ × ১৫/১১৫ = ৩৯.১৩ টাকা

পরিস্থিতি-২: আপনি মূল্য ছাড় (Discount) দিতে পারেন। যেমন, ধরা যাক আপনি ক্রেতাকে ১০% মূল্যছাড় (৩০০ টাকা এর ১০% অর্থাৎ ৩০ টাকা) দিলেন। তাহলে আপনি তার নিকট হতে ২৭০ টাকা পাবেন এবং ২৭০ টাকার মধ্যেই মূসক বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে মূসকের পরিমাণ হবে: ২৭০ × কর-ভগ্নাংশ = ২৭০ × ১৫/১১৫ = ৩৫.২২ টাকা

পরিস্থিতি-৩: আবার আপনি ক্রেতাকে মূল মূল্যের সাথে ১০% সার্ভিস চার্জ যোগ করে বিল করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে মূসকসহ মূল্য হবে ৩৩০ টাকা এবং মূসকের পরিমাণ হবে: ৩৩০ × কর-ভগ্নাংশ = ৩৩০ × ১৫/১১৫ = ৪৩.০৪ টাকা

পরিস্থিতি-৪: আপনি যদি ১০% ছাড় দেয়ার পর তার সাথে আবার ১০% সার্ভিস চার্জ যোগ করেন তাহলে আপনার মোট প্রাপ্তি হবে ২৯৭ টাকা। মূসকের পরিমাণ হবে: ২৯৭ × কর-ভগ্নাংশ = ২৯৭ × ১৫/১১৫ = ৩৮.৭৪ টাকা